৮.১১ পঞ্চমে মন্ত্রচিন্তয়া মহান্তমায়াসমনুভবতি। তত্রাপি মন্ত্রিণো মধ্যস্থা ইবান্যোন্য-মিথঃ সংভূয়, দোষগুণৌ দূতচারবাক্যানি শক্যাশক্যতাং দেশকালকার্যাবস্থাশ্চ স্বেচ্ছয়া বিপরিবর্তয়ন্তঃ স্বপরমিত্রমণ্ডলান্যুপজীবন্তি। বাহ্যাভ্যন্তরাংশ্চ কোপান্‌গূঢ়মুৎপাদ্য প্রকাশং প্রশময়ন্ত ইব স্বামিনমবশমবগৃহ্নন্তি। ষষ্ঠে স্বৈরবিহারো মন্ত্রো বা সেব্যঃ। সোঽস্যৈতাবান্-স্বৈরবিহারকালো যস্য তিস্রস্ত্রিপাদোত্তরা নাড়িকাঃ। সপ্তমে চতুরঙ্গবলপ্রত্যবেক্ষণপ্রয়াসঃ। অষ্টমেঽস্য সেনাপতিসখস্য বিক্রমচিন্তাক্লেশঃ।

পञ्चमे मन्त्रचिन्तया महान्तमायासमनुभवति। तत्रापि मन्त्रिणो मध्यस्था इवान्योन्य मिथः संभूय, दोषगुणौ दूतचारवाक्यानि शक्याशक्यतां देशकाल-कार्यावस्थांश्च स्वेच्छया विपरिवर्तयन्तः, स्वपरमित्रमण्डलान्युपजीवन्ति। वाह्याभ्यन्तरांश्च कोपान्गूढमुत्पाद्य प्रकाशं प्रशमयन्त इव स्वामिनमवशमवगृह्णन्ति। षष्ठे स्वैरविहारो मन्त्रो वा सेव्यः। सोऽस्यैतावान्स्वैरविहारकालो यस्य तिस्रस्त्रिपादोत्तरा नाडिकाः। सप्तमे चतुरङ्गबलप्रत्यवेक्षणप्रयासः। अष्टमेऽस्य सेनापतिसखस्य विक्रमचिन्ताक्लेशः।

টীকা—পঞ্চমে ইতি। পঞ্চমে (অষ্টমেভাগে)। মন্ত্রস্য-মন্ত্রণায়াঃ চিন্তায়াঃ। আয়াসম্ খেদম্। মধ্যস্থাঃ পক্ষপাতরহিতা। ইব (অলীকে)। অন্যোন্যম্ পরস্পরম্ (প্রতি)। মিথঃ গুপ্তরূপেণ। সংভূয় মিলিত্বা। দূতাঃ চ চারাঃ গুপ্তচরাঃ চ তেষাম্ বাক্যানি। শক্যম্ সম্ভবম্ চ অশক্যম্ অসম্ভবম্ চ তত্তাম্। দেশঃ চ কালম্ চ কার্যম্ চ অবস্থা চ। বিপরিবর্তয়ন্তঃ বিপর্যাসয়ন্তঃ। স্বস্য স্বপক্ষস্য চ পরস্য শত্রুপক্ষস্য চ মিত্রাণি তেষাম্ মণ্ডলানি সমূহান্। উপজীবন্তি আশ্রয়ন্তে। বাহ্যান্ (জনানাম্) চ আভ্যন্তরান্ (অমাত্যাদীনাম্) চ। কোপান্ ক্রোধান্। গূঢ়ম্ গুপ্তরূপেণ। উৎপাদ্য জনয়িত্বা। প্রকাশম্ পুরতঃ। প্রশময়ন্তঃ শান্তিম্ নয়ন্তঃ। ইব (অলীকে) স্বামিনম্ রাজানম্। অবশম্ পরাধীনম্। অবগৃহ্নন্তি বধ্নন্তি। ষষ্ঠে (অষ্টমে ভাগে)। স্বৈরম্ স্বচ্ছন্দম্। বিহার বিহরণম্। মন্ত্রঃ মন্ত্রণা। ত্রিপাদোত্তরাঃ ত্রিপাদাধিকঃ। নাড়িকাঃ ঘটিকাঃ। সপ্তমে (অষ্টমে ভাগে) চত্বারি অঙ্গানি হস্ত্যশ্বরথপদাতিরূপাণি যস্য তদ্

Scanned with CamScanner

বলম্ সৈন্যম্ চতুরঙ্গবলম্ তস্য প্রত্যবেক্ষণস্য নিরীক্ষণস্য প্রয়াসঃ খেদঃ। সেনাপতিসখস্য সেনাপতিঃ সখা দ্বিতীয়ঃ (সহ) যস্য তস্য। বিক্রমে পরাক্রমে চিন্তা সা এবং ক্লেশ।১১।

বঙ্গানুবাদ—পঞ্চম প্রহর মন্ত্রণার চিন্তায় রাজা অত্যন্ত মানসিক কষ্ট অনুভব করেন। এক্ষেত্রে মন্ত্রীরা বক্তব্য উপস্থাপনার সময় নিরপেক্ষতার ভাব দেখালেও তাদের পরস্পরের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে, গুপ্তচর ও দূতদের বিবরণ, রাজার সামর্থ্য ও অসামর্থ্যের বিষয়, দেশ ও কালের অবস্থা—সব বিষয়েই নিজেদের ইচ্ছামত গুণ-দোষ দেখিয়ে তাঁরা পরিবর্তিত ভাবে তার বর্ণনা করে থাকেন। দেশের বাইরে ও ভিতরে গোপনে রাজার বিরুদ্ধে উস্কানি দিয়ে পরে তাদের (বিদ্রোহীদের) শান্ত করার ভান দেখিয়ে অসহায় রাজাকে তাঁরা (অর্থাৎ মন্ত্রীরা) করায়ত্ত করতে সচেষ্ট থাকেন। ষষ্ঠ প্রহরে রাজা নিজের ইচ্ছামত ভাবে মন্ত্রীদের সঙ্গে বিহার করতে পারেন কিন্তু এর সময়কাল মাত্র দেড় ঘণ্টা। সপ্তম প্রহরে তিনি চতুরঙ্গ সৈন্যবাহিনী পর্যবেক্ষণ করেন। অষ্টমপ্রহরে সেনাপতিদের সঙ্গে নিজের শক্তি সম্পর্কে আলোচনার কষ্ট (তিনি ভোগ করেন)।

আলোচনা—পঞ্চম প্রহরে রাজা মন্ত্রণায় বসবেন মন্ত্রীদের সঙ্গে। বিশাল রাজ্য পরিচালনা একা রাজার পক্ষে অসম্ভব বলে রাজ্য পালনের জন্য অমাত্য নিয়োগ করতে হয়। তাই শাস্ত্রকারগর বলেন—'সহায়সাধ্যং রাজত্বং চক্রমেকং ন বর্ত্ততে। কুর্বীত সচিবাংস্তস্মাত্তেষাং চ শৃণুয়ান্মতম্।।' কিরূপ যোগ্যতা সম্পন্ন অমাত্যকে রাজা নিয়োগ করবেন তা মনুসংহিতার সপ্তম অধ্যায়ে যেমন আলোচনা করা হয়েছে তেমনি অর্থশাস্ত্রের অমাত্যোৎপত্তি অংশেও আলোচনা করা হয়েছে।

মন্ত্রীরা নিযুক্ত হলেও নানা ভাবে তাদের পরীক্ষা করে নেবার কথা কৌটিল্য বলেছেন। মন্ত্রীরা আপাতভাবে নিরপেক্ষতার ভাণ দেখালেও অনেক সময় তাদের নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকে। এজন্য মন্ত্রীদের সকলকে নিয়ে যেমন রাজা কোন বিষয়ে আলোচনা করবেন, তেমনি প্রত্যেকের সঙ্গে আবার পৃথক্ ভাবে পৃথক্ বিষয়ে আলোচনা করবেন। তিন জনের মধ্যে কোন আলোচনা হলে এবং তা প্রকাশ হয়ে পড়লে; কার কাছ থেকে তা প্রকাশিত হল এটা জানা সম্ভব হবে না। তাছাড়া মন্ত্রীদের পৃথক্ মতও জানা যাবে না। তাই বলা হয় 'ষট্কর্ণ ভিদ্যতে মন্ত্রঃ'। এভাবে মন্ত্রীদের পারস্পরিক বোঝাপড়া থাকলে সেটা কথার মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে। গুপ্তচরদের বিবরণ, রাজার ক্ষমতা অক্ষমতার বিষয় এবং দেশ ও কালের অবস্থা বুঝিয়ে মন্ত্রীরা রাজাকে নিজের মত পরিচালিত করতে পারে। এভাবে পরিচালনার পিছনে হয়তো বিশেষ মন্ত্রীর বিশেষ কোন স্বার্থ বর্তমান থাকতে পারে।

Scanned with CamScanner

'দেশং কালঞ্চ শক্তিঞ্চ আবেক্ষ্য..... ততঃ কর্ম সমারভেৎ' এটা শাস্ত্রীয় বিধান। কিন্তু কৃত্যাকৃত্য বিষয়ে যে ব্যাখ্যা মন্ত্রীরা উপস্থাপিত করছেন তা কতটা যুক্তিযুক্ত এটা রাজাকেই বুঝে নিতে হবে।

অনেকসময় মন্ত্রীরা রাজাকে কুক্ষিগত করার জন্য বিদ্রোহীদের পরোক্ষে মদত দিয়ে প্রত্যক্ষে তাদের শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে পারেন। এতে ঐ বিশেষ মন্ত্রী সম্পর্কে রাজার মনে বিশ্বাস তৈরি হবে এবং সেই প্রক্রিয়ায় তিনি রাজাকে হস্তগত করবেন। এভাবে একবার দুষ্ট মন্ত্রীর কুক্ষিগত হলে রাজ্যকে সঠিক পথে পরিচালনা অসম্ভব। তাই রাজনীতির মূলকথা হল—'বিশ্বস্তে নাতিবিশ্বসেৎ'। রাজা অমাত্যদের কিভাবে উপধা বা ছলনার দ্বারা শুদ্ধ বলে জানবেন সেই বিষয়ে অর্থশাস্ত্রের ১/১০ অধ্যায়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

ষষ্ঠ প্রহরে রাজার ইচ্ছামত বিহারের বিধান থাকলেও তার সময়কাল 'ত্রিপাদোত্তর নাড়িকা'। এক নাড়িকায় ২৪ মিনিট।

'চতুরঙ্গবলো রাজা জগতীং বশমানয়েত্'—অতএব হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক এই ৪ প্রকার সৈন্যবাহিনী সম্পর্কে এবং তাদের বলাবল সম্পর্কে রাজাকে বিবেচনা করতে হবে। হাতী, ঘোড়া যোদ্ধা প্রভৃতির শারীরিক কুশলাদি বিচার এক্ষেত্রে কর্তব্য। প্রত্যেক বিভাগের স্বতন্ত্র সেনাপতিদের সঙ্গে নিয়ে এই আলোচনা করতে হয় অতএব সমস্ত দিনই রাজাকে একটা মানসিক যন্ত্রণায় কাটাতে হয়। তাই রাজাপদে সুখের লেশ নেই এটাই বক্তব্য।

Scanned with CamScanner